দৈনিক জনকণ্ঠ

32

তারিখ ... SEP 04 1998
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

অগ্রগতির বর্তমান ধারা বজায় থাকলে ২০০৬ সালের আগেই বাংলাদেশ নিরক্ষরতামুক্ত হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ এশিয়ার এক নয়া সাক্ষর জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অগ্রগতির বর্তমান ধারা বজায় থাকলে ২০০২ সালে সাক্ষরতার হার হবে ৮৪ শতাংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, বর্তমান টার্গেট ২০০৬ সালের বেশ কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশকে 'নিরক্ষরতা মুক্ত' ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় চমকপ্রদ সাফল্য এসেছে। মাত্র গত চার বছরেই ১১ শতাংশ বেড়েছে সাক্ষরতার হার ১৯৯৫ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৭ শতাংশ। পরবর্তী দু'বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১ শতাংশে। '৯৮ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৬ শতাংশ। এ বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ অনুযায়ী সাক্ষরতার হার এখন ৫৮ শতাংশ। সরকার জরিপের ফল এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসে সরকার এই হার ৫৮ শতাংশে পৌঁছানোর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, সরকার ইতোমধ্যেই পাঁচটি জেলা ও ২১টি থানাকে 'নিরক্ষরতা মুক্ত' ঘোষণা করেছে। নিরক্ষরতা মুক্ত জেলাগুলো হচ্ছে চুড়াডাঙ্গা, লালমনিরহাট, মাগুরা, রাজশাহী এবং গাইবান্ধা। এ মাসেই নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলাকে 'নিরক্ষরতা মুক্ত' ঘোষণা করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। ফলে দেশে পূর্ণ সাক্ষর জেলার সংখ্যা হবে ৭। অন্যদিকে এই ৭ জেলার বাইরে আরও ৪২টি থানাকে নিরক্ষরতা মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন মূলত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বৃদ্ধি, সরকারের ব্যাপকভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং এনজিওদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সাফল্য অর্জিত

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)